চৈতন্যভাগবত--বৃন্দাবন দাস

উপস্থাপক

এ. টি. এম. সাহাদাতুল্লা

চৈতন্যভাগবত--বৃন্দাবন দাস

- মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধানধারা চৈতন্যজীবনী সাহিত্য। মধ্যযুগে এই প্রথম সরাসরি রক্ত-মাংসের মানুষ নিয়ে সাহিত্য রচনা সূত্রপাত। চৈতন্যদেবের ব্যাক্তিমহিমা ও তাঁর কর্মকাণ্ড এই বিশাল সাহিত্যধারার অনুপ্রেরণার কাজ করেছে।

- বাংলা ভাষায় প্রথম চৈতন্য জীবনী সাহিত্য 'শ্রীগৌরীলীলামৃত' লেখক বংশীবেদন চট্টোপাধ্যায়। কাব্যটি সর্বাংশ পাওয়া যায়নি। পরবর্তীকালে শ্রেষ্ঠ চৈতন্যজীবনীকার হিসেবে দু'জন কবিকে স্বীকার করা হয়। যথা বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

- বৃন্দাবন দাস ছিলেন শ্রীবাসের ভ্রাতুস্পত্রী নারায়ণীর পুত্র। তাঁর গুরু ছিলেন নিত্যানন্দ। বৃন্দাবন দাস এর গ্রন্থে আত্মপরিচয় অংশ নেই, তাই তাঁর সম্পর্কে তথ্য নির্ভর সত্য বিশেষ জানা যায় না।

- বৃন্দাবন দাস প্রথম তাঁর কাব্যের নাম রেখেছিলেন 'চৈতন্যমঙ্গল'। পরবর্তীতে এই কাব্যের নাম রাখা হয় 'চৈতন্য ভাগবত'।

- বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত চৈতন্যজীবনী সাহিত্য হিসেবে বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে পুজিত হয়ে আসছে বাঙালি পাঠক সমাজে।

কাব্যকাহিনির বিন্যাস

চৈতন্য ভাগবতের কাহিনিকে তিনটি খন্ডে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

- আদি খণ্ড-চৈতন্যদেবের জন্ম থেকে গয়া গমন পর্যন্ত বিস্তৃত।
- মধ্য খণ্ড-সন্যাস গ্রহণ পর্যন্ত বিস্তৃত।
- অন্ত্য খণ্ড-নীলাচল গমন এবং সেখানকার কয়েকটি ঘটনার আংশিক বিবরণ মাত্র।

বইটি অসম্পূর্ণ এবং কাহিনী হঠাৎ করে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।

কাব্যের বিশেষত্ব

- চৈতন্য ভাগবতের আদি খণ্ডে চৈতন্যদেবের বাল্যকালের তথ্যনিষ্ঠ বর্ণনা আছে। বাল্যকালের চৈতন্যের দামাল দুরন্তপনায় ঘরে মা এবং গঙ্গা ঘাটে স্নানার্থেদের বিব্রত করা, কৈশরে তার তীক্ষ্ণ মেধার পরিচয়, পাণ্ডিত্য, তারুণ্য প্রভৃতির বর্ণনা আছে।

- কৌতুক রসকে আশ্রয় করে চৈতন্যের বাল্যকাল ও কৈশোরের বর্ণনা রমণীয় হয়ে উঠেছে। সহপাঠী মুরারি গুপ্তের প্রতি নিমাইয়ের মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা যায় –

  "প্রভু কহে বৈদ্য তুমি ইহা কেনে পড়।
  লতাপাতা দিয়া গিয়া নাড়ি করো দৃঢ়।।"

- বৃন্দাবন দাসের অন্যতম কৃতিত্ব হল চৈতন্যের একটি ব্যক্তি মহিমার ভাব ফুটিয়ে তোলা। সম্ভবত এটি তাঁর সবচেয়ে বড় কৃত্র। ভক্তি প্রবণতা, অলৌকিক বিশ্বাস প্রভৃতির মধ্যে দিয়েও চৈতন্যের সেই মানবরূপ জীবন্ত হয়ে উঠেছে চৈতন্য ভাগবতের আদি খন্ডে।
- মানুষ চৈতন্যদেবকে বিশেষ ভাবে পাওয়া যায় বৃন্দাবন দাসের কাব্যে।

ধন্যবাদ